News Clips Regarding

Clear Obstructions over Singirkhal Drains in Silchar

Cachar district administration issues urgent directive to clear obstructions over Singirkhal drains in Silchar

Silchar, Oct 31: In a decisive move to mitigate recurring water-logging and artificial flooding in Silchar town, the District Administration, Cachar, has issued a public directive urging residents of the Singirkhal area to immediately clear all unauthorized structures and extensions built over the drainage channels.

During recent field inspections and upon receiving a detailed report from the Executive Engineer, Cachar Water Resource Division, Silchar, it was observed that several inhabitants in the locality have constructed permanent and temporary structures including bamboo extensions and RCC slabs over the connecting drains. These obstructions have blocked the *Contd to PG 11.*

Cachar district administration issues...

access to manholes, thereby impeding the regular cleaning and desiltation process essential for maintaining the drainage system.

The report highlights that due to the siltation and blockage of these natural drains, the flow of storm water has been severely disrupted, leading to persistent waterlogging, artificial floods, and accumulation of garbage during the rainy season causing both environmental and public health concerns.

Recognizing the gravity of the situation, District Magistrate and Chairperson of the District Disaster Management Authority (DDMA), Mridul Yadav, IAS, has emphasized the urgent need to restore the natural drainage flow. The ongoing project titled "Construction of R.C.C. Drain including plying of 2/3 wheeler besides Radhamadabh Akhra, Bilpar" has been identified as a crucial step towards resolving this recurring civic issue.

Meanwhile, The District Magistrate has directed all concerned citizens and property owners in the Singirkhal area to voluntarily clear any unauthorized construction, extensions, or encroachments over the drains by 15th November, 2025. Failing compliance, the Silchar Municipal Corporation, Water Resource Division, and Water Resource (Mechanical) Division, Silchar, will jointly undertake immediate demolition and clearance operations. The cost of such demolition or removal will be recovered from the respective defaulters.

The directive further underscores that any obstruction to the drainage network hampers the District Administration's flood-prevention efforts, particularly during the monsoon season. The order has been issued in the larger public interest under the provisions of Section 30.1 (X), (XVIII), (XXIX) and Section 41 (C) of the Disaster Management Act, 2005.

District Magistrate Mridul Yadav appealed to the public to extend their full cooperation in the ongoing efforts to improve Silchar's drainage infrastructure, emphasizing that sustainable civic management requires active participation and awareness among residents.

This is stated in a press release issued by Regional office of Information & Public Relations Barak valley Zone Silchar Assam.

বেআইনি নির্মাণ ভেঙে নিকাশী ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে নির্দেশ জেলা আয়ুক্তের

শিলচর শহরে কৃত্রিম বন্যা রোধে উদ্যোগ প্রশাসনের

নববার্তা সংবাদদাতা, শিলচর, ৩১ অক্টোবর : শিলচর শহরে জলমগ্ন ও কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি প্রশমনে এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে কাছাড় জেলা প্রশাসন সিঙ্গিরখাল এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ জনবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে তাঁরা অবিলম্বে নিকাশী পথের উপর গড়ে ওঠা সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ও বাড়তি সম্প্রসারণ সরিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের পরিদর্শনকালে এবং কাছাড় জলসম্পদ বিভাগের কার্যনির্বাহী বাস্তুকারের দাখিল করা বিস্তারিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা গেছে যে, সিঙ্গিরখাল সংলগ্ন এলাকায় বহু বাসিন্দা নিকাশীপথের উপর স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিকাঠামো যেমন বাঁশের মাচা, আরসিসি স্ল্যাব নির্মাণ করেছেন। এসব অবৈধ নির্মাণের ফলে ম্যানহোলগুলির প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গিয়ে নিকাশী পরিষ্কার ও পলি অপসারণের নিয়মিত কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব বাধা ও পলিজমার কারণে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ বর্ষাকালে বারবার প্লাবন, কৃত্রিম বন্যা ও আবর্জনা জমার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য এক গুরুতর হুমকি।

এদিকে, পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জেলা আয়ুক্ত ও জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মৃদুল যাদব নিকাশী পথের স্বাভাবিক প্রবাহ পুনঃস্থাপনের তাগিদে জরুরি পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। 'রাধামাধব আখড়া, বিলপার সংলগ্ন এলাকায় ২/৩ চাকার যান চলাচল উপযোগী আরসিসি. ড্রেন নির্মাণ' প্রকল্পটিকে এই দীর্ঘস্থায়ী নাগরিক সমস্যার সমাধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা আয়ুক্ত নির্দেশ দিয়েছেন যে, সিঙ্গিরখাল এলাকার সকল বাসিন্দা ও সম্পত্তি মালিকরা যেন আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাঁদের বেআইনি নির্মাণ, সম্প্রসারণ বা দখলদারি অপসারণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ অমান্য করলে শিলচর পুর নিগম, জলসম্পদ বিভাগ ও জলসম্পদ (যান্ত্রিক) বিভাগ যৌথভাবে উচ্ছেদ ও পরিষ্কারের কাজ হাতে নেবে। এবং উচ্ছেদ ব্যয় সংশ্লিষ্ট অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। নির্দেশনায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নিকাশী ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি হলে তা বর্ষাকালীন বন্যা-প্রতিরোধমূলক প্রশাসনিক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। বৃহত্তর জনস্বার্থে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ৩০(১)(এক্স), (এক্সভিআইআইআই), (এক্সএক্সআইএক্স) ও ধারা ৪১(সি) অনুযায়ী এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তাঁরা যেন প্রশাসনের চলতি প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন। তিনি বলেন, 'শিলচরের নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দীর্ঘস্থায়ী নাগরিক ব্যবস্থাপনা তখনই সম্ভব, যখন জনগণ নিজের দায়িত্ব বুঝে প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন'।

সিঙ্গিরখাল এলাকায় নিকাশি পথের বাধা অপসারণে জেলা প্রশাসনের জরুরি নির্দেশ

গতি প্রতিবেদন, শিলচর, ৩১ অক্টোবর: শিলচরের কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি প্রশমনে এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে কাছাড় জেলা প্রশাসন সিঙ্গিরখাল এলাকাবাসীর উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ জনবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে তারা অবিলম্বে নিকাশি পথের উপর গড়ে ওঠা সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ও বাড়তি সম্প্রসারণ সরিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের পরিদর্শনকালে এবং কাছাড় জলসম্পদ বিভাগের কার্যনির্বাহী বাস্তুকারের দাখিল করা বিস্তারিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা গেছে, ➤এরপর নয়ের পাতায়

সিঙ্গিরখাল এলাকায় নিকাশি

সিঙ্গিরখাল সংলগ্ন এলাকায় বহু বাসিন্দা নিকাশি পথের উপর স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিকাঠামো যেমন বাঁশের মাচা, আরসিসি স্ল্যাব প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন। এসব অবৈধ নির্মাণের ফলে ম্যানহোলগুলির প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গিয়ে নিকাশি পরিষ্কার ও পলি অপসারণের নিয়মিত কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এসব বাধা ও পলিজমার কারণে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ বর্ষাকালে বারংবার প্লাবন, কৃত্রিম বন্যা ও আবর্জনা জমার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য এক গুরুতর হুমকি।পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জেলাশাসক ও জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (ডিডিএমএ) সভাপতি মৃদুল যাদব, আইএএস, নিকাশি পথের স্বাভাবিক প্রবাহ পুনঃস্থাপনের তাগিদে জরুরি পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। 'রাধামাধব আখড়া, বিলপার সংলগ্ন এলাকায় ২/৩ চাকার যান চলাচল উপযোগী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ' প্রকল্পটিকে এই দীর্ঘস্থায়ী নাগরিক সমস্যার সমাধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।জেলাশাসক নির্দেশ দিয়েছেন, সিঙ্গিরখাল এলাকার সব বাসিন্দা ও সম্পত্তি মালিকরা যেন আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের বেআইনি নির্মাণ, সম্প্রসারণ বা দখলদারি অপসারণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ অমান্য করলে শিলচর পুর নিগম, জলসম্পদ বিভাগ ও জলসম্পদ (যান্ত্রিক) বিভাগ যৌথভাবে উচ্ছেদ ও পরিষ্কারের কাজ হাতে নেবে এবং উচ্ছেদ ব্যয় সংশ্লিষ্ট অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে আদায় করা হবে।

নির্দেশনায় আরও স্পষ্টকরে বলা হয়েছে, নিকাশি ব্যবস্থার ওপর কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি হলে তা বর্ষাকালীন বন্যা-প্রতিরোধমূলক প্রশাসনিক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। বৃহত্তর জনস্বার্থে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ৩০(১)(এক্স), (এক্সভিআইআইআই), (এক্সএক্সআইএক্স) ও ধারা ৪১(সি) অনুযায়ী এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।জেলাশাসক মৃদুল যাদব নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন প্রশাসনের চলতি প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন।তিনি বলেন, 'শিলচরের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দীর্ঘস্থায়ী নাগরিক ব্যবস্থাপনা তখনই সম্ভব, যখন জনগণ নিজের দায়িত্ব বুঝে প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন।'বরাক উপত্যকার তথ্য

শিলচরের সিঙ্গিরখাল দখল মুক্ত করতে জরুরি নির্দেশ জেলা প্রশাসনের

প্রকল্পটিকে দীর্ঘস্থায়ী নাগরিক সমস্যার সমাধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জেলাশাসক নির্দেশ দিয়েছেন, সিঙ্গিরখাল এলাকার সকল বাসিন্দা ও সম্পত্তি মালিকরা যেন আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাঁদের বেআইনি নির্মাণ, সম্প্রসারণ বা দখলদারি অপসারণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ অমান্য করলে শিলচর পুর নিগম, জলসম্পদ বিভাগ ও জলসম্পদ বিভাগ যৌথভাবে উচ্ছেদ ও পরিস্কারের কাজ হাতে নেবে এবং উচ্ছেদ ব্যয় সংশ্লিষ্ট অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। নির্দেশনায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নিকাশি ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি হলে তা বর্ষাকালে বন্যা-প্রতিরোধমূলক প্রশাসনিক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। বৃহত্তর জনস্বার্থে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ অনুযায়ী এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কৃত্রিম বন্যা থেকে শিলচরকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনের এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান জেলা শাসক।